International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

BENGALI A1 – STANDARD LEVEL – PAPER 1
BENGALI A1 – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1
BENGALÍ A1 – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Wednesday 11 May 2011 (morning)
Mercredi 11 mai 2011 (matin)
Miércoles 11 de mayo de 2011 (mañana)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a commentary on one passage only. It is not compulsory for you to respond directly to the guiding questions provided. However, you may use them if you wish.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire sur un seul des passages. Le commentaire ne doit pas nécessairement répondre aux questions d'orientation fournies. Vous pouvez toutefois les utiliser si vous le désirez.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario sobre un solo fragmento. No es obligatorio responder directamente a las preguntas que se ofrecen a modo de guía. Sin embargo, puede usarlas si lo desea.

© International Baccalaureate Organization 2011

https://xtremepape.rs/

*নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটিই** বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে আলোচনা কর:*

১।

পরিণতি

কে বলে সংসারে সুখ ?
কোন সুখ নাইরে হেথায়।
সুখের লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
মানব জীবন বহিয়া যায়॥

আশার ছলনে ভূলে করেছি সংসার
নহে তাহা নহে।
গুরুজন অনুরোধে অজানা উৎসাহে
নামিয়াছি দহে॥

ভাল মন্দ কিছু বুঝি নাই
ভাবি নাই কোন আগু পিছু।
সংক্ষেপে বলিতে গেলে
তৎকালে বুঝি নাই কিছু॥

সমারোহ নানামত
উৎসবের নানা আয়োজন।
ক্ষণে সুমধুর বেদনায়
ক্ষণে সুতীব্র দহনে
ভরে ছিল মন॥

তারপরে ক্রমে ক্রমে
সানাই এর সুর কখন থেমেছে।
উৎসবের যত আলো
একটি একটি করে সব নিভে গেছে॥

যত কাছে মনে ভেবেছিনু
চেয়ে দেখি সে অনেক দূর।
মাঝে তার অকূল পাথার
দীর্ঘ পথ দুস্তর বন্ধুর॥

যে কূল ভাঙিয়া যায়
সে কূল আর কখনো গড়ে না।
বহু বর্ষে বহু পথ বেয়ে
কভু জানা কভু বা অজানা॥

https://xtremepape.rs/

আশা ভরে ধৈর্য ধরি
সহিয়াছি বহু পথক্লেশ।
সন্ধি করিয়াছি বহু দ্বন্দ্বে
কভু তার পাই নাই শেষ॥

সহিয়াছি শত অবহেলা
ছাড়ি ঘৃণা লজ্জা অপমান।
কখনও হাসির ছলে
কখনও বা হয়ে ম্রিয়মান॥

জীবনেরে সর্বস্বান্ত করি
দিয়াছি সকল।
বন্ধুর বন্ধুত্ব কত হারায়েছি
হারায়েছি আত্মীয় সম্বল॥

ভ্রাতৃপ্রেম বন্ধুপ্রীতি
এ সকলে দিয়া জলাঞ্জলি।
তুষিয়াছি বারে বারে তারে।
রিক্ত করে ফিরায়েছে মোরে
ফিরিয়াছি লয়ে শুন্য ডালি॥

বিভূতি চক্রবর্তী, *প্রভাতী* (কলকাতা, ১৯৯১)

– উপরোক্ত কবিতাটিতে কবির যে বিশেষ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা নিয়ে আলোচনা কর।

– কবি যে ভাবে কবিতাটিতে পাঠকের মনে প্রার্থিত প্রতিক্রিয়া গড়ে তোলেন, তা সম্পর্কে তোমার কি মনে হয় ?

– কবিতাটির কাব্যিক আঙ্গিক সম্পর্কে তোমার কি মনে হয় ?

– কবি তাঁর ভাষার মাধ্যমে কিভাবে সংসার জীবনের সমস্যাকে ব্যক্ত করেছেন ?

https://xtremepape.rs/

২।

কাকামণির নামে অনেক গল্প চালু আছে। তার একটা হলো, ছোটোবেলায় কোনো অচেনা লোকের শবযাত্রার সঙ্গে রাস্তায় ছুঁড়ে দেওয়া খই–পয়সার পয়সা কুড়োতে কুড়োতে কাকামণি নাকি ভিকিরিদের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত পৌঁছে গেছলেন। তারপর কান্না। শ্মশানঘাট থেকে কি করে বাড়ি ফিরতে হয়, জানেন না। শেষকালে সেই ভিকিরিরাই নাকি তাঁকে রিকশায় চড়িয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, ওই কুড়োনো পয়সা থেকেই ভাড়া দিয়ে। বাড়ি ফিরে প্রচন্ড বকুনি খেয়েছিলেন, আর ভাইবোনেরা অনেকদিন ধরে খেপিয়েছিল। সে গল্প আমরা অনেক শুনেছি। এবারে আর বাড়ি ফেরার রাস্তা খুঁজতে হবে না কাকামণিকে। পৌঁছনোটাই ফাইনাল।

মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রত্যেকটা সম্পর্কই দিনে দিনে বদলায়। চন্দ্রকলার মত ভালবাসাও কমে, বাড়ে। কমে, বাড়ে অনুভবের ক্ষমতা। এই যে আজ আমরা কাকামণির মৃত্যুসংবাদ হঠাৎ পেলুম, তাতে তো একজন মানুষেরও চোখে জল এল না ? তার মানে কি আমরা একজনও আর কাকামণিকে ভালবাসতুম না ? তা তো নয়। তা হলে কি টিয়ার গ্ল্যান্ডগুলো শুকিয়ে গেছে ? তাও তো নয়। চোখে জল তো প্রায়ই আসে। তাহলে কি আমাদের চোখে অন্যের জন্য দল আসবে না আর ? জীবনে যত বড় শোকই আসুক, চোখ শুকনো থাকবে ? তাও ঠিক নয়। বড় শোকে চোখ শুকনো থাকবে না। এটা নিশ্চয়ই তত বড় শোক নয়। পরিণত বয়সের 'জীবনাবসান'। এতে শক্ পাবার কিছু নেই, তিনি যতই প্রিয়জন হোন না কেন, আর শক্ না পেতে বোধহয় বয়স্ক চোখ জল ফেলে না। যদি না দুঃখটা হয় নিজের জন্যে। নিজের প্রতি মমতায়। নিজের অপমানে। অভিমানে আমার তো কথায় কথায় চোখে জল আসে। কথায় কথায় কেঁদে ভাসাই। আমার 'ওয়াটার ওয়ার্ক' নিয়ে দাদা চিরকাল খেপিয়ে এসেছে, প্রদোষও খ্যাপায়। সেই ছিঁচকাদুনী আমার চোখেও তো এক ফোঁটা জল নেই। অথচ কাকামণিকে ভালবাসি না, তা নয়। আমাদের ছোটবেলার যা কিছু আশ্চর্য, যা কিছু অপরূপ, যা কিছু রোমাঞ্চকর, সব কিছুর সঙ্গেই কাকামণি জড়িয়ে আছেন। লরেল হার্ডি[১], টার্জান[২], তিনকোণা ঠোঙাতে করে নকুলদানা (মা ভীষণ রাগ করতেন। যত পচা চীনেবাদামকে চিনির রসে ডুবিয়ে নাকি নকুলদানা তৈরি হয়, এবং খেলেই কলেরা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের কারুরই সেই নকুলদানা খেয়ে কখনও অসুখ করে নি)। কাকামণি মানেই আনন্দ। কাকামণি মানেই হৈচৈ, হাসিখুশি, বেড়ানো, আড্ডা, পিকনিক, চিড়িয়াখানা। মিউজিয়ামে নিয়ে গিয়ে কাকামণিই আমাদের প্রথম ডাইনাসরের কঙ্কাল দেখিয়েছিলেন, মিশরের মমী দেখিয়েছিলেন। কাকামণির সঙ্গেই মনুমেন্টের মাথায় চড়েছি আমরা। ময়দানে নিয়ে গিয়ে ফুচকা খেতে আমাদের কে শিখিয়েছিলেন ? কাকামণি। তখন ভিতরের মিউজিয়ামে ঢুকতে দিত না বটে, কিন্তু এমনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে গিয়ে আমরা চীনেবাদাম খেয়েছি কাকামণির সঙ্গে। কাকামণি ছিলেন, আমাদের লীডার, আমাদের ছোটদের প্রাণের মানুষ। কোনোদিন তাঁকে আমাদের গুরুজন বলে মনে হতো না–গার্জেন বলে মনে হতো না। মনে হতো সমবয়সী বন্ধু। দেখতে বড়দের মতো হলেও কাকামণি আসলে বুঝি বড় হন নি, আমাদের মতোই ছোটো।

নবনীতা দেবসেন, *একটা দুপুর* (দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬)

---

১ লরেল হার্ডি: বিশ শতকের মধ্যভাগে ইংরাজী কমেডি সিনেমায় ছোটদের জনপ্রিয় দুই চরিত্র।

২ টার্জান: এডগার রাইজ বারোজের রচিত একটি কাল্পনিক চরিত্র। এই শব্দের মানে 'সাদা চামড়া'।। পূর্ব আফ্রকার পটভূমিতে এই চরিত্রের গল্প। এই চরিত্রকে নিয়ে উপন্যাস, ছায়াছবি হয়েছে।

https://xtremepape.rs/

– মানবিক সম্পর্কের বিবর্তন কিভাবে উপরোক্ত অংশে প্রকাশ পেয়েছে, তা আলোচনা করে দেখাও ।

– ‘কাকামণি’ চরিত্রটি উপরোক্ত অংশে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে সে বিষয়ে মন্তব্য কর।

– লেখাটির গঠনভঙ্গি ও আঙ্গিক কি ধরণের তা নিয়ে আলোচনা কর।

– লেখিকার কথ্য ভাষার ব্যবহারভঙ্গি উপরোক্ত অংশে কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে আলোচনা করে দেখাও।

https://xtremepape.rs/